اَلْوَهَّاب

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ১৭তম নাম 'اَلْوَهَّاب' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'اَلْوَهَّاب' শব্দের মূল ب ه و - এই মূল শব্দ থেকে শব্দ গঠিত হয়েছে 'وَهَبَ', অর্থ: দান করা, অনুদান দেয়া, উপহার দেয়া ইত্যাদি। وَهَبَ আল্লাহ দান করেন এবং আল্লাহর কাছে মানুষের দান চাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দগুলো ২৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে তিন বার আল্লাহর সিফত اَلْوَهَّاب ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلْوَهَّاب অর্থ 'অনেক বড় দাতা'।

পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

যারা বুঝে তারা বলে:

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ اَلْوَهَّابُ ﴿٨﴾

সূরা আলি ইমরান ৮ নং আয়াত -

(তারা বলে) আমাদের রব! বক্র করো না আমাদের হৃদয়গুলোকে আমাদেরকে হেদায়াত দান করার পর, আর আমাদের দান করো তোমার নিকট থেকে রহমত। নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা।

أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ اَلْعَزِيزِ اَلْوَهَّابِ ﴿٩﴾

সূরা সোয়াদ ৯ নং আয়াত -

নাকি, তাদের কাছে রয়েছে তোমার প্রভুর রহমতের ভান্ডার? যিনি মহাশক্তিধর, মহাদানশীল?

সুলাইমান আ: এর দোয়া আল্লাহর কাছে:

قَالَ رَبِّ اَغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكاً لاَّ يَنبَغِى لأَحَدٍ مِّن بَعْدِيَ إِنَّكَ أَنتَ اَلْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾

সূরা সোয়াদ ৩৫ নং আয়াত -

সে বললো: আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাকে দান করো এমন একটি সাম্রাজ্য, যেমনটির অধিকারী যেনো আমার পরে আর কেউ না হয়। নিশ্চয়ই তুমি মহানদাতা।

হাদীসে:

রাসূল সা: বলেছেন: আল্লাহ তাআলা দাউদ আ: কে উপদেশ দিয়েছিলেন, হে দাউদ! মানুষকে তাদের প্রতি আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দাও, কারণ মানুষের হৃদয় ঝুকে যায় এবং ভালোবাসে যারা আমার অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং হৃদয় বিতৃষ্ণ হয় যারা আমার অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়।

মুসলিম শরীফের হাদীস:

রাসূল সা বলেছেন, তোমরা একে অন্যকে উপহার দাও, কারণ এতে একে অপরের প্রতি তোমাদের ভালোবাসা বেড়ে যাবে।

আমাদের প্রতি আল্লাহর দান অফুরন্ত, অপরিসীম, এবং আল্লাহর দান বর্ষণ হতেই থাকে, কখনো বন্ধ হয়ে যায় না, এই অনবরত দান যিনি করেন, তিনি কতইনা বড় দাতা।

আমাদের উচিত এই মহান দাতার দানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁর অবাধ্য না হওয়া, তাঁর হুকুম পালন করা।

আসুন আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করি। শিরক বড় কঠিন অপরাধ। আল্লাহ শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না।

‘اَلْوَهَّاب’ আল্লাহ আমাদেরকে শিরক মুক্ত হয়ে তার হুকুম পালন করার তৌফিক দান করুন।

আমীন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।